R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

Our Bricks are made of soil
Your dreams are made of
our toil
NIRMA
"Piyal Kunja"
Kamal Kumari Devi Sarani
Haridasnagar
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad
Phone : Office 28 Resi : 161

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

বিবাহ উৎসবে
ভি, ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ

৭৬শ বর্ষ
৭ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৩ই আষাঢ় বুধবার, ১৩৯৬ সাল।
২৮শে জুন, ১৯৮৯ সাল।

নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা
বার্ষিক ২০.

শুধু কংগ্রেস নয়, শরিকীদলের প্রভাবও সি পি এমের অসহ্য !

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বর্তমানে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক কংগ্রেসের প্রভাব জোর জবরদস্তি ও প্রশাসনকে হাত করে সি পি এম প্রায় শেষ করে এনেছে। যার ফলশ্রুতিতে কংগ্রেসকে আত্মরক্ষার তাগিদে মহকুমা শাসকের দপ্তরের সামনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করতে হচ্ছে, সি পি এমের অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে প্রশাসনকে বাধ্য করতে। ক্ষমতাদম্ভে গর্বিত শাসক ফ্রন্টের অন্যতম এই দল শুধু কংগ্রেসকেই নয় অন্যান্য শরিকীদলগুলিকেও তাদের প্রভাবান্বিত গ্রামগঞ্জ থেকে সমূলে উৎখাত করতে উঠে পড়ে লেগেছে। তাই সামসেরগঞ্জ থানার ভাসাই পাইকড়, মালঞ্চা প্রভৃতি অঞ্চলে চলছে ফরওয়ার্ড ব্লকের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ। গুলি চলছে, খুন হচ্ছে। চাচণ্ডায় সি পি এম আর এস পিকে শেষ করতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে গোলমাল পাকিয়ে চলেছে। রঘুনাথগঞ্জ থানার ফ্রেজারনগর গ্রাম আর এস পির শক্ত ঘাঁটি। সেখান থেকে তাদের উৎখাত করতে বেশ কয়েক মাস আগে চলা গোলমাল এখন দাঙ্গাহাঙ্গামায় রূপ নিয়েছে। গত ৬ জুন ৬/৭টি বাড়ী ভাঙচুর করে লুটপাট চালানো হয়। খুন জখমও হয়। পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা অত্যাচারিত গ্রামবাসীদের বিস্মিত করে। আর এস পি সমর্থিত জনতা সংঘবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই গত ২৩ জুন (২য় পৃষ্ঠায়)

গণ-আন্দোলন ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই—ত্রিদিব চৌধুরী

সৌমিত্র সিংহরায় : অরঙ্গাবাদ, ২৫ জুন : আন্দোলন ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের ঘুম ভাঙ্গে না। তাই গণ-আন্দোলনের চাপে সরকারকে বাধ্য করাতে হবে গঙ্গা ভাঙন প্রতিরোধের দায়িত্ব নেবার জন্য। আন্দোলন, সংগ্রাম ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। গত ২৫ জুন বিকালে অরঙ্গাবাদ ডি এন কলেজ মাঠে আর এস পি-র কনভেনশনে একথা বলেন দলের সর্বভারতীয় নেতা ত্রিদিব চৌধুরী এম পি। শ্রীচৌধুরী বলেন—৭৪-৭৫ সাল থেকে এই ধ্বংসলীলা চলছে। গঙ্গা-পদ্মার দূরত্ব ক্রমশঃ কমে আসছে। আমরা এই কনভেনশনের ডাক দিয়ে ভাঙন প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন শুরু করলাম। আর এস পি কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে যাবেন দাবীপত্র নিয়ে। এই গণ দরখাস্ত রাজীব গান্ধীকে পেশ করা হবে। আন্দোলনের ২য় পদক্ষেপে (২য় পৃষ্ঠায়)

এরাই কি মানুষ গড়ার কারিগর ডক্টর রাধাকৃষ্ণণের উত্তর সাধকের দল ?

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিশেষ প্রতিবেদক : এই মহকুমার কিছু সংখ্যক স্কুলে বুকলিষ্ট নিয়ে কালোবাজারির উদাহরণ আমরা দিয়েছি। আরো অনেক স্কুলের নানা দুর্নীতির তথ্য প্রমাণ আমাদের দপ্তরে জমা আছে। আমরা আর দু'একটি উদাহরণ দিয়েই এবারের মত এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করতে চাই। প্রয়োজন হলে সেগুলি উদ্ঘাটন করে জনসমক্ষে আনা হবে।

স্কুলের নাম মোড়গ্রাম হাই স্কুল। প্রধান শিক্ষক সহদেব চক্রবর্তী। ইনি একদফা ব্যাপক পরিবর্তন করে বুকলিষ্ট ছাপেন। পরে ছাপা বুকলিষ্টে কলম চালিয়ে হাতে (২য় পৃষ্ঠায়)

বনধের ডাকে সাড়া দেননি মুসলিম জনগণ

বিশেষ প্রতিবেদক : গত বছর ২৪ জুন কাটরা মসজিদে নামাজ পড়ার দাবীকে কেন্দ্র করে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তার স্মরণে মুসলিম লীগ থেকে মুর্শিদাবাদে গত ২৪ জুন বনধ ডাকা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসন সীমান্তগুলির উপর কড়া নজর রাখেন যাতে বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ ঘটে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে। পুলিশের সজাগ দৃষ্টির ফলে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের কুলগাছি সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশকারী তিনজন ধরা পড়ে। পরে গত ১৬ জুন রঘুনাথগঞ্জ থানার দাসপাড়া গ্রামে একজন মহিলাসহ ৮ জন বাংলাদেশীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এদের গাইড করে নিয়ে যাচ্ছিল গঙ্গাপ্রসাদের জনৈক সমাজবিরোধী আমজাদ সেখ। তাকেও পুলিশ গ্রেপ্তার করে। লালগোলা সীমান্ত দিয়ে এরা এপারে আসে। পুলিশ জানায় যে সমস্ত বাংলাদেশীকে ধরা (শেষ পৃষ্ঠায়)

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৩ জুন সকাল থেকে মহকুমা শাসকের দপ্তর চত্বরে জঙ্গিপুরের বিধায়ক হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু হয়। স্থানীয় থানার ওসি শম্ভু রায়ের অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের বিরুদ্ধেই তাঁদের এই সত্যাগ্রহ বলে জানান প্রাক্তন বিধায়ক মহঃ সোহরাব। তিনি বলেন—শম্ভু রায় রঘুনাথগঞ্জ থানায় যোগ দেওয়ার পর থেকেই বিভিন্ন ঘটনায় সি পি এমের হয়ে নগ্ন দলালি চালিয়ে যাচ্ছেন। খেজুরতলা এলাকায় কংগ্রেসীদের উপর সি পি এম একতরফা অত্যাচার চালাচ্ছে, বাড়ীঘর ভাঙচুর করছে, লুটপাট করছে। আর ওসি শম্ভু রায়ের নির্দেশে পুলিশ সি পি এম গুণ্ডাদের পরিবর্তে সেইসব ক্ষতিগ্রস্ত, আহত লোককে ধরে নিয়ে এসে মিথ্যা মামলায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৩ই আষাঢ় বুধবার ১৩৯৬ সাল

॥ নিভিছে দেউটি ॥

ইংরাজ শাসনকালে ভারতের পরাধীনতা মোচনের জন্য এক সময় কংগ্রেস দলের উন্মেষ ঘটে। দেশপ্রেমে উদবুদ্ধ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রেরণা ও পরিচালনায় কংগ্রেস দল দেশের স্বাধীনতা আনয়নের জন্য জনমানসে সাড়া জাগাইয়া তুলয়াছিল। কর্মের পথে চলিতে চলিতে কংগ্রেসের নরমপন্থা ও চরমপন্থী বিভাগ আসিয়া পড়িল। দেশপ্রেম কাহারও কম ছিল না; পার্থক্য আন্দোলনের ধারার ও পথের। যাই হোক দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে আজ পর্যন্ত কংগ্রেস দলকে একাধিক বিভাগে বিভক্ত হইতে হয়। ভারতের প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রভাবিত কংগ্রেস (ই) দল কেন্দ্রীয় সরকারে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া আছে। গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র দিয়া বহু জল বহিয়া গিয়াছে। কংগ্রেস (ই) দল তাহার পূর্ব ভাবমূর্তি লইয়া জনমনে তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করিতে পারে নাই। ফল যাহা হইবার, হইয়াছে। ভারতের অনেক রাজ্যে অকংগ্রেস সরকার গড়িয়া উঠিয়াছে। বস্তুত আসমুদ্র হিমাচল ভারত আর কংগ্রেস (ই)-র কবজায় নাই। কেন এমন হইল?

কংগ্রেস (ই) দল কিছুদিন হইতে তাহার প্রতিপত্তি হারাইতে বসিয়াছে। দলের অন্তর্কোন্দল তীব্রভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। দলাদলি, মনান্তর ও মতান্তর এর পরিপ্রেক্ষিতে অনেক দলীয় কর্মী দল ত্যাগ করিতেছেন। সুবিধাবাদীরা রাজনৈতিক মুনাফা লুটিতে অন্য দলে যোগও দিতেছেন। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) দলে প্রখর ব্যক্তিত্বের অভাব থাকার জন্যই দলের মধ্যে নানা নৈরাজ্য দেখা দিয়াছে।

খবরে প্রকাশ, এখানকার এই দলে গণতন্ত্রের পরিবর্তে স্বৈরতন্ত্র নাকি প্রাধান্য পাইতেছে। স্থানীয় বেশ কিছু কংগ্রেস (ই) সদস্য নিজেদের স্বাক্ষরিত বিবৃতি মারফৎ দল ত্যাগ করিয়া অন্য এক প্রভাবশালী দলে যোগ দিয়াছেন বলিয়া সংবাদ। দলত্যাগীদের অভিযোগ: এখানকার কংগ্রেস বিধায়ক এবং ২নং ব্লক কংগ্রেস সভাপতির দৃঢ় নেতৃত্বের অভাব এবং গুণ্ডা-নীতির প্রতি সমর্থন আছে। তাই তাঁহারা কংগ্রেস (ই) দলের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি, কংগ্রেস (ই) দলে দৃঢ় নেতৃত্ব ও প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন নেতার বড় অভাব কি কেন্দ্রীয় স্তরে কি রাজ্য স্তরে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে শুধু জোটবদ্ধতার অভাবই নয়, তাঁহারা কেহ কাহাকেও সহ্য পর্যন্ত করিতে পারেন না। ফলে প্রত্যেকেরই অনুগামীরা পরস্পর চরম বিদ্বেষভাবাপন্ন। ইহাতে রাজ্যে ক্ষমতাসীন দলের উপযুক্ত বিরোধী দল হিসাবে কংগ্রেস (ই) দল অনেকাংশে পিছাইয়া পড়িয়াছে। আর পাঁচ-দশ বৎসর পরে এই রাজ্যে কংগ্রেস (ই) দলের কোন অস্তিত্ব থাকিবে না বলিয়াই অনেকে মনে করেন।

দলীয় কার্যে সমালোচনা তথা আত্ম-সমীক্ষার প্রয়োজন আছে যথেষ্ট। তাই বলিয়া তাহা যদি পারস্পরিক শত্রুতা পর্যায়ে চলিয়া যায়, তবে দলের বিলুপ্তি অনিবার্য। একই কারণে কংগ্রেস (ই) দলের জনমন অধিকার করিবার কার্যসূচী এবং কর্মপ্রয়াস নানা দিক দিয়াই ত্রুটিপূর্ণ। দলের ভাঙ্গন সমগ্র দেশের দৃঢ় বন্ধনকে শিথিল করিতেছে। জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইলে সে ঘুম ভাঙ্গে না। কংগ্রেস (ই) দলেরও সেই অবস্থা আসিয়াছে। তাই বিভিন্ন রাজ্যের শাসন দলের হাতছাড়া হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কী হইবে তাহা দেখিবার অপেক্ষামাত্র।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

যোগানদারী নিয়ে

আপনার পত্রিকার ১৪ই জুনের সংখ্যায় 'যোগানদারী নিয়ে একজন খুন' শীর্ষক সংবাদের আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। উক্ত ঘটনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং আমার ভাই নুরুল হোদার সঙ্গে আমার কোন কোন্দলও হয়নি। এমদাদ হোসেন, খলো

মানুষ গড়ার কারিগর

(১ পৃষ্ঠার পর)

লিখে আটখানি বই ঢুকিয়েছেন। এতে দু'দফা অনুগ্রহভাজনদের খুশি করা হয়েছে। এভাবে ছাত্র-অভিভাবকদের বিভ্রান্ত ও বিপদগ্রস্ত করা হয় কেন? বাসিয়া হাই স্কুল ও জিনদীঘি হাই স্কুল আবার বুক লিষ্টকে নিলামে চড়ান। তাঁরা যে বইগুলি পরিবর্তন করতে চান তার প্রত্যেকটির জন্য কোন্ প্রকাশক বা তাঁদের এজেন্ট, কে কতখানি বেশী সুযোগ স্কুলকে দিতে পারেন তা যাচাই করে বই পাঠ্য করেন, তা সে বই গুণগতভাবে যাই হোক না কেন। (শেষ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

সি পি এমের অসহ্য

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জুন সি পি এম সমর্থক বেশ কিছু সমাজ-বিরোধী পরিকল্পিত আক্রমণ চালিয়ে ১৫টি বাড়ীতে লুঠতরাজ চালিয়ে গরু বাছুর, বাসন-কোসন, খাদ্যসামগ্রী লুঠপাট করে। এমন কি মেয়ে এবং শিশুদের উপরও অত্যাচার চালায়। বোমার ধোঁয়া ফ্রেজারনগরকে অন্ধকার করে ফেলে। জবরদস্তি চাষী জমিও নাকি দখল নিয়ে প্রকৃত মালিকদের উৎখাত করা হয়। অত্যাচারিত মানুষের একটি দল গ্রাম থেকে পালিয়ে এসে থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও রহস্যজনকভাবে থানা কোন ব্যবস্থা নেয় না। অভিযোগকারীরা জানান, অঞ্চল সদস্য আশুতোষ সরকার ও হিরন্ময় সরকার এই সংঘর্ষের নেতৃত্ব দেন। তাঁরা সমস্ত ঘটনা মহকুমা শাসককে জানালে রঘুনাথগঞ্জ থানা তৎপর হয়ে ২৪ জুন আশুতোষ সরকারকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলেও সেদিনই কোন গোপন চাপে তাঁকে থানা থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। এ ব্যাপারে পুনরায় মহকুমা শাসককে জানানো হলে তিনি এবং এস ডি পি ও গ্রামে গিয়ে তথ্যানুসন্ধান আশুতোষ সরকারকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসেন।

দ্বিতীয় কোন পথ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সরকারী-বিরোধিতা, আইন-অমান্য প্রভৃতি কর্মসূচীর কথা ভাবা হচ্ছে। ১০ মিনিটের ভাষণে বিপ্লবী জননেতা দৃপ্ত-কণ্ঠে দলমত নির্বিশেষে অংশ গ্রহণ করে গণ-আন্দোলনের চাপে সরকারকে ভাঙ্গন-রোধের ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করার জন্য আহ্বান জানান। দলের রাজ্য-সম্পাদক ননী ভট্টাচার্য বলেন, আন্ত-র্জাতিক সীমানা বরাবর ভাঙনের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারকে নিতে হবে। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাঙনের প্রশ্ন। তাই কেন্দ্রীয় সরকারকে ভাঙনের দায়িত্ব ১৬ আনা নিতে হবে। কস্ট বেনিফিট রেশিওর বাহানা তুলে ভাঙন প্রতি-রোধের কাজে বাগড়া দেওয়া চলবে না। ননীবাবু আরও বলেন, ফরাক্কা থেকে জলঙ্গী পর্যন্ত ৯৪ কিমিঃ এলাকার ভাঙ্গন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফরাক্কা বাঁধ নির্মাণে কেন্দ্রের ভুল পরিকল্পনার ফলেই এসব হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। সেচমন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন—দায়িত্ব নিয়ে বলছি ফরাক্কা ব্যারেজ বিপন্ন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের ফাজিলপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে ভাগীরথীর ব্যবধান মাত্র ১৭০০ মিটার। নদীতীর ৭ কিমিঃ ভিতরে চলে আসায় ফরাক্কা ফিডার ক্যানেল, রেলপথ, ৩৪নং জাতীয় সড়ক বিপন্ন। এই দূরত্ব আরোও কমে যাওয়ার পূর্বেই কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ২০০ কোটী টাকা ভাঙন প্রতি-রোধের কাজে মঞ্জুর করার দাবী জানান—শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়। বছরে ন্যূনতম ১০ কোটী টাকা করে যেখানে প্রয়োজন, সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার ১২ বছরে মাত্র ৩০/৩৫ (শেষ পৃঃ দ্রঃ

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

National Thermal Power Corporation Ltd.

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN : DIST. MURSHIDABAD (W. B.)
PIN : 742236

Ref. No. FS : 42 : O & M : Contracts : 537 :

Sealed tenders are invited from experienced contractor, for the following work. Tender documents can be had in person showing the registration and credentials from the office of the undersigned during working hours of the date mentioned for sale of documents on payment of cost of tender documents.

The document will be on sale from 9-00 hrs, to 12-00 hrs. and 14-30 hrs. to 16-00 hrs. Tender will be received upto the tender opening date and time as indicated below and will be opened immediately thereafter in presence of the attending tenderers or their authorised representatives.

Sl. No.	Name of work	Approx value of work	Amount of EMD/Cost of tender paper	Completion period	Date & time of opening
1.	Supply Erection and commissioning of air cannon in coal bunker.	73 lakhs	Rs. 50,000/- Rs. 200/	6 (Six) months	26-7-89 at 15-00 hrs.

Terms & Conditions .

1. Tender documents will be available from 26-6-89 to 25-7-89
2. Proof of registration, latest tax clearance certificates and other credentials are to be shown at the time of obtaining tender forms and should be submitted along with the tender.
3. Interested parties are advised to visit site for familiarise with the site conditions.
4. Tenders received late and or without earnest money will not be entertained. Adjustment of earnest money against running account bill is not acceptable and earnest money to be submitted in any of the acceptable form as mentioned in the tender paper. Tenderers registered with any other project of NTPC are not exempted from depositing EMD. The tenders must be accompanied by requisite earnest money in prescribed form. Earnest money of Rs, 50,000/- enclosed should clearly be written on the top of envelop containing tender paper, failing which the tender(s) may not be opened and will be returned to the tenderer(s)
5. NTPC takes no responsibility for delay or non-receipt of tender documents sent by post.
6. The authority of acceptance of any offer in part or in whole or dividing the work amongst more than one party solely rests with NTPC. NTPC does not bind itself to accept the lowest offer or any offer & reserves the right to cancel any or all the offers without assigning any reason.
7. Tender paper will be issued to those parties only who are the authorised manufacturer and having relevent experience to execute this type of job,

Superintendent (O & M/MTP)

কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ

(১ম পাতার পর)

জড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি আরোও বলেন, শম্ভু রায়ের শাস্তি ও বদলী না হওয়া পর্যন্ত আমাদের সত্যাগ্রহ আন্দোলন চলবে। এবং এখানে এর কোন বিহিত না হলে জেলাস্তরে কালেকটরির সামনে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। গত ১৬ জুন এ ডি এম ঘটনাস্থলে এসে হাবিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি শ্রীরহমানকে সমস্ত ঘটনা ডি এমকে লিখিতভাবে জানাতে বলেন।

সাড়া দেননি

(১ম পাতার পর)

হয়েছে তাদের অধিকাংশই আসছে লালগোলা বর্ডার দিয়ে। যদিও ফিরোজপুর বর্ডার রঘুনাথগঞ্জ থেকে ৭/৮ মাইল, তবু নদীর বালি পার হয়ে হাঁটা চলার অসুবিধা থাকায় এদিক দিয়ে বড় একটা কেউ আসে না। গত ২০ জুন পর্যন্ত পুলিশের তৎপরতায় জঙ্গিপুর মহকুমায় ৭৮ জন বাংলাদেশী ধরা পড়ে। এদের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জ থানায় ৪৯ জন, সুতী থানায় ২৪ জন ও সমসেরগঞ্জে ৫ জন। ২৪ জুন যাতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠতে না পারে তারজন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পুলিশী ব্যবস্থা হলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরু অংশই মুসলিম লীগের ডাকে সাড়া দেননি। কোন অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেনি। তবে ধুলিয়ান, অর্জ্জুনপুর ও সম্মতিনগরে বিচ্ছিন্ন ভাবে সভা ও মিছিল হতে দেখা যায়।

জায়গা বিক্রি

রঘুনাথগঞ্জ শহরের পুরানো হাসপাতালের নিকটে আড়াই কাঠা জায়গা বিক্রি আছে। উপযুক্ত ক্রেতারা নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

অরুণকুমার সিংহ
পুরাতন হাসপাতাল রোড
রঘুনাথগঞ্জ
শিক্ষক শ্রীকান্তবাটী হাই স্কুল

জায়গা বিক্রি

মির্জাপুর পুরানো গরুর হাটের দেড় বিঘা জায়গা বিক্রি আছে। যোগাযোগের ঠিকানা—

করমচাঁদ জৈন
পোঃ সম্মতিনগর
জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন—জঙ্গিপুর ৪৩

হাই স্কুলের উন্নতির জন্য সার্বিক আলোচনা

রঘুনাথগঞ্জ : গত ২৫ জুন স্থানীয় রবীন্দ্রভবনে স্কুল কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়কে উচ্চ মাধ্যমিক পর্য্যায়ে উন্নতিকল্পে ও ছাত্র সংকুলানের প্রয়োজনে স্কুলে আরো ঘর নির্মাণের উদ্দেশ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শহরের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অভিভাবকেরা উপস্থিত ছিলেন। বিভিন্ন বক্তা এ ধরনের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেন এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে অর্থ সাহায্যের আবেদন জানান। উপস্থিত নাগরিকবৃন্দ তাঁদের সার্বিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

মানুষ গড়ার কারিগর

(২য় পাতার পর)

এতক্ষণ যে সমস্ত উদাহরণ আমরা তুলে ধরেছি তাতে এটা পরিষ্কার যে অধিকাংশ স্কুলে পুস্তক নির্বাচনের সময়ে বইয়ের গুণগত মানের কথা বিবেচনা করা হয় না। ছাত্র ও অভিভাবকদের ক্রয় ক্ষমতার কথাও বিবেচনা করা হয় না। নির্বাচন কর্ত্তা কোথাও স্কুলের জন্য আবার কোথাও নিজের জন্য মুনাফা লোটায় তৎপর হন। গোটা ব্যাপারটাই অনৈতিক ও শিক্ষা স্বার্থবিরোধী। অযথা বুকলিষ্টে বই পরিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষা দপ্তরের গাইড লাইন থাকলেও শিক্ষাদপ্তর চোখ বুঁজে থাকেন। শিক্ষক ও ছাত্র সংগঠনগুলিও এ ব্যাপারে নির্বিকার। তাহলে পথ কি? আমরা কি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্নীতির ঘোলাজলে ডুবে যেতে দিব? না অভিভাবকদেরও কিছু করার আছে? এ-বি-টি-এ, সারা বাংলা ইত্যাদি শিক্ষক সংগঠন শিক্ষকদের বেতন, কাজের সুবিধা নিয়ে অত্যন্ত সরব। কিন্তু ছাত্রস্বার্থ বলি দিয়ে বুকলিষ্ট নিয়ে এই কালোবাজারী উচ্ছেদে তাঁরা সচেষ্ট নন কেন? আমাদের মনে হয় ছাত্র ও অভিভাবকদের তরফ থেকে সংগঠিত প্রতিরোধ দরকার। এভাবে বুকলিষ্টে ব্যাপক পরিবর্তন যাঁরা করছেন তাঁদের ঘেরাও করে কৈফিয়ৎ চাইতে হবে। সভা করে এবং পোষ্টার দিয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের মুখোস খুলে দিতে হবে। প্রয়োজনে আরও কড়া রাস্তা নিতে হবে। মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এই বিষবৃক্ষকে উৎপাটন করতেই হবে। শিক্ষকরা মানুষ গড়ার কারিগর। ভবিষ্যৎ জাতিগঠন তাঁদের হাতে। শিক্ষাদানকে যাঁরা ব্রত হিসাবে গ্রহণ করতে পারবেন না তাঁদের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে ক্ষেত্রান্তরে অর্থোপার্জনের চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষককে দেশ কর্তব্যে অবিচল গুরুর আসনেই দেখতে [illegible] অসাধু লোভী ব্যবসায়ী বা ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দাদাদের মত তাঁরা হোন এটা কেউ চান [illegible]

(সমাপ্ত)

দ্বিতীয় কোন পথ নেই

(২য় পাতার পর)

কোটি টাকা দিয়েছেন। আমরা কনভেনশনের মধ্যে দিয়ে জনগণকে আন্দোলনে সামিল করতে চলেছি। মুর্শিদাবাদ থেকে ২ লক্ষ মানুষের গণস্বাক্ষর প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কাছে পেশ করা হবে। আন্দোলনের শেষ পদক্ষেপ হবে মুর্শিদাবাদ থেকে পদযাত্রা করে কলকাতা এবং কলকাতায় হবে মূল কনভেনশন। এ ব্যাপারে কথা বলতে জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে বিধানসভার একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাবেন।

কৃষিবার্ত্তা

★ এই জেলার প্রতিটি ব্লকে ভরতুকি দিয়ে বিভিন্ন মেয়াদী উচ্চ ফলনশীল জাতের ধানের সংশিত বীজ সরবরাহ করার যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তার সুযোগ নিন।

★ আমন ধানের বীজতলা তৈরী করুন এবং পর্যায়ক্রমে বীজ ফেলুন।

★ বোনার ২০-২১ দিন পর পাটে নিড়ানি দিন। পাটগাছ পাতলা করুন—প্রতি বর্গমিটারে ৬০টি গাছ রাখুন।

★ পাটক্ষেতে প্রথম নিড়ানি দেওয়ার পর বোনার ২৫-৩০ দিনের মধ্যে হেক্টরে ২০ কেজি হারে নাইট্রোজেন চাপান সার দিন।

★ পাটক্ষেতে পোকার আক্রমণের প্রতি বিশেষ নজর রাখুন।

বিঃ দ্রঃ—বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক/কৃষি প্রযুক্তি সহায়কের সাথে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক মুর্শিদাবাদ
কর্ত্তৃক প্রচারিত

কিস্তিতে মোটর বাইক/স্কুটার/টিভি/বাস/লরী কিনবেন?

বাড়ী করার জন্য লোন চায়? বাস্তু জমি বা পুরানো বাস, লরী মোটর সাইকেল, টিভি প্রভৃতি কেনাবেচা করতে চান? সত্বর যোগাযোগ করুন।

দিলসনস্ মিউচুয়ালাইজার
DILSONS MUTUALISER

শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫

বিঃ দ্রঃ ধুলিয়ান শাখা অফিস খোলার জন্য বেতন ও কমিশনে কর্মী চাই.

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত